আহমইদ্যা খুন
শাহজাহান চৌধুরীর
কর্মকান্ড এবং কিছু প্রশ্ন

সুমি খান, *চট্টগ্রাম থেকে*

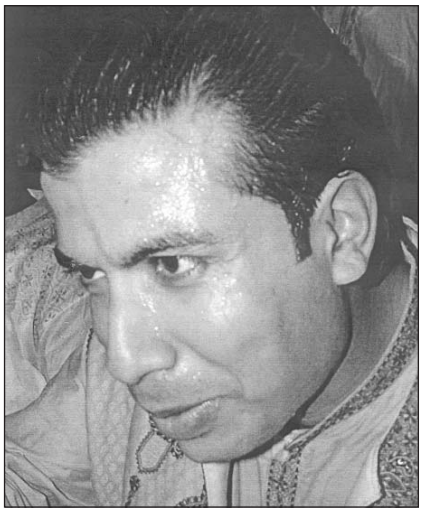

নিহত আহমইদ্যা

শাহজাহান চৌধুরী, এমপি

জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর ভাবশিষ্য আহমদু দলে বিদ্রোহ করে বিএনপিতে যোগ দেয়ার পরিণতি ভোগ করলো ৫৭ দিনেই। গত ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে সাতকানিয়ার দেওদীঘি এলাকায় বোর্ড অফিসে মিটিং করার সময় র‍্যাব গ্রেপ্তার করে ৭ সহযোগীসহ আহমেদুল হক চৌধুরী আহমইদ্যাকে। দক্ষিণ জেলা বিএনপি সভাপতি আহমেদ খলিল খান মনে করছেন জামায়াত র‍্যাবকে প্রভাবিত করে এ হত্যাকান্ড পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়েছে। দক্ষিণ জেলা বিএনপিতে এ নিয়ে প্রচন্ড বিক্ষোভ, কালো পতাকা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। গণপদত্যাগের কর্মসূচির হুমকি দেয়া হচ্ছে। দাবি আহমদু হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার।

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় শিবিরের 'ফুলকুঁড়ি আসর'-এর মাধ্যমে তার সন্ত্রাসে হাতে খড়ি। গত ১০ আগস্ট রাতে চট্টগ্রামের একটি রেস্টুরেন্টে বসে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আহমদু বলেছিলো খোলামেলা কথা। নষ্ট রাজনীতির নিয়ন্ত্রক আন্ডারওয়ার্ল্ডের ক্রীড়নক জামায়াত নেতাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী আহমদু। প্রকাশ্য জনসভায় উচ্চারণ করেছেন 'জামায়াতের এক গুণ, ধর্মের নামে মানুষ খুন।' 'ধর্মের কথা বলে' কোরআনের নামে সম্ভাবনাময় তারুণ্যকে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয় জামায়াত- এমন দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ 'কাল' হলো কি আহমদুর? এ প্রশ্ন সবার মুখে। সন্ত্রাসে যার জন্ম, সন্ত্রাসেই তার শেষ। তবু দলবদলের মাত্র ৫৭ দিনের মধ্যে এতোটা নির্ভরতার ক্ষেত্রে সরকারি দলের আশ্রয়ে থেকেও রাষ্ট্রীয় হেফাজতে মৃত্যুর প্রশ্ন তুলেছে দলের ভেতরেই।

আহমইদ্যার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় আরো সাত ক্যাডার- মিনহাজ, আব্বাস, শফিকুল ইসলাম (শফি মাস্টার), মহিউদ্দিন, শফিকুল আলম, নাজিম উদ্দিন ও শাহাবুদ্দিন রাশেদকে। এরা আহমইদ্যার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

র‍্যাব কমান্ডার কর্নেল ইমদাদুল হক গত ১১ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আহমইদ্যা শীর্ষ সন্ত্রাসী। সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ২০ আগস্ট সংখ্যায় স্পষ্ট লেখা হয়েছে তার তৎপরতার বিবরণ। আপনাদের এ রিপোর্ট ১০০% সত্যি। আমাদের অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা সেই রিপোর্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছি। আমাদের কাজ অনেকটাই করে দিয়েছেন আপনারা। আমাদের কাছে আহমদু স্বীকার করেছে ১০০ হত্যাকান্ডের কথা। তাকে আনার সময় তার বাহিনী ফায়ার করায় তারা দু'জন মারা যায়। রাতের অন্ধকারে ক্রসফায়ারে এমন হতেই পারে।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঐ রিপোর্টে আহমদু অভিযোগ করেছিলো জামায়াতের সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচারিতা, টেন্ডারবাজি এবং দখলের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে র‍্যাব কমান্ডার জানান, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন, তবে আমরা তদন্ত করছি।

১১ সেপ্টেম্বর সকাল। র‍্যাব কার্যালয়ে এই প্রতিবেদকের সামনে আনা হয় আহমদুল হক চৌধুরী আহমদুর ক্যাডার মহিউদ্দিনকে। সমুদ্রনীল আড়ংয়ের কারুকার্যখচিত পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা পরিহিত লম্বা গড়নের মহিউদ্দিন ঢুকলেন রুমে।

'আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মওলানা মহিউদ্দিন মোঃ সালেক। আমার বাড়ি সাতকানিয়ার মাদার্শাতে। আমার বাবা শায়খুল হাদিস। বড় ভাই আবুল হায়াত মোঃ তারেক কক্সবাজার জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিচালক, বায়তুশ শরফ মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন।'

রাজনীতি করেছেন কখন থেকে?

'বায়তুশ শরফে সবাই শিবির করে, আমিও করেছি। পরে দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেছি।'

এ সময় র‍্যাব কমান্ডার লে. কর্নেল ইমদাদ বলে ওঠেন, 'ধরা পড়লে তোমরা পীর হয়ে যাও, ছেড়ে দিলে মানুষ খুন করো! সেদিন ষোলশহর থেকে এক হুজুরকে ধরলাম, তাবিজ দেয় মানুষকে। তার পকেটে পেলাম গাঁজা!'

মহিউদ্দিন বলল,

'স্যার! আমি '৯৭-তে কামিল দিয়ে '৯৮-তে সৌদি আরব চলে যাই।'

র‍্যাব কমান্ডার বললেন, 'বুঝলাম না, চট্টগ্রামের সব সন্ত্রাসী সুযোগ বুঝে সৌদি আরব চলে যায়। বাহরাইন যায়। পারে কী করে? অন্য এলাকার সন্ত্রাসীরা তো পারে না!'

ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে পুরোপুরি অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির শিক্ষা তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। দলবদলের মাধ্যমে সূর্যের মুখ দেখে আলোর আভাস মেখেছিলো গায়ে। ২৮ বছরের এ তরুণ চরম পরিণতি এড়াতে চায়। তবু বিকিকিনির রাজনীতির মাঠে এরা কেবলই পণ্য। তারুণ্যের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে সুন্দর জীবনের সুস্থতা এদের জন্য শুধুই কল্পকথা। ক্ষমতার লড়াইয়ে এরা আহমদুর ভাষায় 'দাবার ঘুঁটি'। কালো অথবা সাদা হাতের মুঠোয় বন্দি তাদের তারুণ্যের সব স্বপ্নসাধ। গডফাদারের নির্দেশ পেলেই লুটে নেয় নিরীহ প্রাণ। এভাবেই জেনেশুনে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে চরম পরিণতির দিকে...।

এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় শাহজাহান চৌধুরী এমপির সঙ্গে। তাকে কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিএনপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি আহমদ খলিল খান বলেন, 'এ মৃত্যু আমরা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি না। আহমদু যদি অপরাধী হয় প্রচলিত আইনে শাস্তি পাবেন। তিনি ৬ মাস আগে থেকে বিএনপিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেছেন। আমি তার চলাফেরা এবং কাজকর্ম খেয়াল করেছি; এনএসআই, ডিজিএফআইয়ের কাছে খবর নিয়েছি। উনি যে কেসে আসামি, শাহজাহান চৌধুরী এমপিও সেই কেসে আসামি। শাহজাহান চৌধুরীর কোনো সাজা হয় না কেন? গত ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে আমাদের ছিটুয়াপাড়া শাখায় তার সংবর্ধনা ছিল, আমি অতিথি হিসেবে সেখানে যাই। র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে শুনে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলাম বিষয়টি। তার এতো জনপ্রিয়তা, বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেছি আইনের মাধ্যমে আহমদুকে ফেরত আনার আশ্বাস দিয়ে। রাতে খবর পাই গুলির শব্দ হচ্ছে, সন্দেহ হয় মনে। পরে সেটাই সত্য হলো।'

আহমদুর জানাজা লালদীঘির মাঠে করতে দেয়া হয়নি। দলের নেতা-কর্মীদের অবস্থান প্রসঙ্গে খলিল খান ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, 'আমরা উভয় সংকটে আছি। দল ক্ষমতায় থেকেও যদি দলের নেতার রাষ্ট্রীয় হেফাজতে মৃত্যু হয়, সান্ত্বনা কী!'

আহমদু হত্যার কারণ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, 'ক্রসফায়ার করার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। কেউ উসকানিও দেয়নি। law & order force-এর কাছে পরিত্যক্ত অনেক অস্ত্র থাকে। তিনটি এলজি, নাকি তিন হাজার কেউ তো দেখেনি- যাই বলুক আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে।'

হত্যার হুমকি প্রসঙ্গে খলিল খান বলেন,

যুবদল নেতা গয়েশ্বর রায়ের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন আহমইদ্যা

'আহমদুর সমস্যা ছিল দু'টি, জামায়াত থেকে হত্যার চেষ্টা করবে নিশ্চিত ছিল, গ্রেপ্তার হলে কারাগারে নিরাপদ থাকতো। কিন্তু র‍্যাব এটা করবে- কল্পনারও বাইরে ছিল। অথচ এটাই ঘটলো!'

বিরাজমান পরিস্থিতি সংকটজনক মনে করেন খলিল খান। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন। কে বা কারা করছে জানি না, এ সুযোগ জামায়াত নিচ্ছে। জামায়াতের মজলিশে শুরার তিন সদস্যের বিরুদ্ধে দল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। শাহজাহান চৌধুরী তো জিরো হয়ে গেছে। আহমদু আর দুই-তিন মাস সময় পেলে শাহজাহান চৌধুরীকে সাতকানিয়ায় যেতে দেয়া হতো না। আহমদুর অনুমতি নিয়ে তাকে সাতকানিয়ায় ঢুকতে হতো। পরিচিত অনেকে বলছে র‍্যাবকে দশ লাখ টাকা দিয়েছে জামায়াত আহমদু হত্যার জন্যে। হতেও পারে হয়তো।'

খলিল খান বলেন, 'পুরো বিষয় নিয়ে সাতকানিয়া প্রচন্ড উত্তপ্ত। প্রতিশোধমূলকভাবে বিএনপির নেতা-কর্মী কাজ বাড়িয়ে দেবে অনেক বেশি। এ হত্যাকান্ডে জামায়াত কিছুটা লাভবান হয়েছে, হারানো আসন ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে এলাকায় নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পুরো ফায়দা লুটছে জামায়াত।'

একই বক্তব্য এলাকার বিভিন্ন জনের। সাপ্তাহিক ২০০০-এ অনেকে ফোন করে ২০ আগস্ট '০৪ সংখ্যার 'আহমইদ্যা-শাহজাহান চৌধুরীর সন্ত্রাসে চট্টগ্রাম আতঙ্কিত' রিপোর্টের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের অনুরোধ, আহমইদ্যা তো শেষ হলো- শাহজাহান চৌধুরীর মতো সন্ত্রাসের ক্রীড়নকদের প্রতি আইন কি কখনোই কঠোর হবে না? স্থানীয় বিএনপির এক নেতা ফোন করে বলেন, 'আমরা সন্ত্রস্ত। শাহজাহান চৌধুরী আহমইদ্যার জন্ম দিয়েছেন সন্ত্রাসী রূপে। এমন অনেক সন্ত্রাসীর তিনিই দীক্ষাদাতা। তিনি যতো দিন বহালতবিয়তে থাকবেন, জন্ম দেবেন হাজারো আহমইদ্যার। কতোজনকে মারবে র‍্যাব? আমরা তো এলাকায় যেতে পারি না। সব রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার এরা করেন। থেকে যান পর্দার আড়ালে। নষ্ট রাজনীতির এ গডফাদারদের বিরুদ্ধে কিছু লিখবেন আপনারা? আমরা একটু সাহস পাই বুকে।'

দাবার বোর্ডের সামনে বসে ক্রীড়নক শাহজাহান চৌধুরীর মতো নষ্ট রাজনীতিকরা প্রজন্মের পর প্রজন্মের হাতে এভাবে অস্ত্র তুলে দিয়ে ক্ষমতায় যাচ্ছেন। আর কন্টকাকীর্ণ করে তুলেছেন জনজীবনকে, সুস্থ-সুন্দর তারুণ্য হয়ে উঠছে অন্ধকারের অপশক্তি। বরণ করছে আহমদুর পরিণতি। সাতকানিয়া বিএনপি থেকে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, দেশ চালাচ্ছে কে? জামায়াত কি? প্রশ্ন উঠেছে সা.কা চৌধুরী-জামায়াতের সম্মিলিত প্রয়াস সফল হবে বারবার? যুদ্ধাপরাধী এ অপশক্তি প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে না কোনো সম্মিলিত শুভশক্তি। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আহমইদ্যা র‍্যাব হেফাজতে নিহত। দীক্ষাগুরু শাহজাহান চৌধুরী এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপ নিয়ে দাঁড়াবে কি? শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত সাতকানিয়াবাসীর প্রশ্ন- সন্ত্রাসী তৈরি করে 'ভদ্রলোক' সেজে বসে থাকা গডফাদারদের আতঙ্ক থেকে আমরা মুক্তি পাবো কবে?'

লে. কর্নেল ইমদাদ বলেছেন সাপ্তাহিক ২০০০কে- 'আমরা একটা 'সুন্দর' চট্টগ্রাম দেখাতে চাই, যেখানে সন্ত্রাসী থাকবে না।'

তার এ কথার বাস্তব চিত্র দেখার অপেক্ষায় চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ।